স্বাধীনতা ও জীবনাহ্বান

ইউনিট ৮

ভূমিকা

চিকিৎসকের কাছে পীড়িত মানুষ, জীবন উৎসের কাছে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর মানুষ, প্রভুর কাছে দাস, স্রষ্টার কাছে সৃষ্টজীব, সান্ত্বনাদাতার কাছে দুঃখী মানুষ যেমন নিজ নিজ প্রত্যাশা নিয়ে যায়, তেমনি প্রভুর কাছে তাঁর অনুসরণকারীগণ যান তাঁরই দেখানো পথ অনুসরণ করতে। তাঁর কাছে যাওয়ার মাধ্যমে আমরা তাঁর ভালোবাসার অংশীদার হই। আমরা অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রতিনিয়ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন এবং আমাদেরকে স্বাধীনভাবে তাঁরই নির্দেশিত পথে চলতে উৎসাহিত করেন। আমরাও স্বেচ্ছায় তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে সচেষ্ট হই। নিজের আহ্বান আবিষ্কার করার জন্য বিভিন্ন গুরু ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি। এছাড়াও ব্যক্তিগত ধ্যান, প্রার্থনার মাধ্যমে তা আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮.১ : জীবনাহ্বানের গুরুত্ব
পাঠ-৮.২ : স্বাধীন হওয়ার আহ্বান
পাঠ-৮.৩ : স্বাধীনতা ও আমি
পাঠ-৮.৪ : আহ্বানে সাড়াদান
পাঠ-৮.৫ : স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা
পাঠ-৮.৬ : খ্রিষ্টের স্বাধীনতা ও আমি

পাঠ-৮.১ জীবনাহ্বানের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জীবনাহ্বানের অর্থ বর্ণনা করতে পারবেন।
- জীবনাহ্বান কী এবং কেন প্রয়োজন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জীবনাহ্বানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**আধ্যাত্মিক শক্তি, ঐক্য, খ্রিষ্টবিশ্বাস**

এফেসীয় ৪:১-১৩

ঈশ্বর বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন কাজের জন্য আহ্বান করেন। কাউকে সেবাকাজ করার জন্য, কাউকে মণ্ডলী পরিচালনা করার জন্য, কাউকে আবার শিক্ষাগুরু হিসেবে দায়িত্ব পালন করার জন্য।

প্রভুর জন্যে বন্দী আমি তোমাদের কাছে একান্ত আবেদন জানাচ্ছি পরমেশ্বর যে আহ্বান তোমাদের জানিয়েছেন তারই উপযুক্ত হোক তোমাদের আচরণ; সব সময়ে তোমরা নম্র, কোমলপ্রাণ ও সহিষ্ণু হয়ে থাক; গভীর ভালোবাসায় পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হও তোমরা, পবিত্র আত্মা তোমাদের মধ্যে যে ঐক্য এনে দিয়েছেন, তোমরা শান্তির বন্ধনেই সেই ঐক্য বজায় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা কর। তোমাদের আহ্বান করে পরমেশ্বর তোমাদের সকলেরই সামনে যে আশা তুলে ধরেছেন সেই আশা যেমন এক, তেমনি সেই দেহটিও এক; আর পবিত্র আত্মাও এক। প্রভু এক, খ্রিষ্টবিশ্বাসও এক, দীক্ষাস্নানও এক; সকলের ঈশ্বর ও পিতা সবার ঊর্ধ্বে আছেন যিনি, যিনি সবার মধ্যে সক্রিয়, সবার মধ্যেই বিদ্যমান, তিনিও এক।

আমরা প্রত্যেকে যে ঐশ অনুগ্রহ পেয়েছি, তা পেয়েছি খ্রিষ্ট যাকে, যতখানি দিয়েছেন ততখানিই। তাই শাস্ত্র বলে: "তিনি যখন ঊর্ধ্বে উঠলেন তখন সঙ্গে নিয়ে গেলেন যত বন্দীর দল; তুলে দিলেন মানুষের হাতে তাঁর যত দান।" এই যে বলা হয়েছে "তিনি উঠলেন" এর মানে কি এই নয় যে, তিনি নেমেই এসেছিলেন নিম্নলোকে, এই পৃথিবীতে ... যিনি নেমে এসেছিলেন, সেই তিনিই নিখিল স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে উঠলেন; বিশ্বের সবকিছুই পূর্ণতায় মণ্ডিত করবেন বলে। তাঁরই দেওয়া ক্ষমতায় কেউ কেউ হয়ে উঠেছে প্রেরিতদূত, কেউ কেউ প্রবক্তা, কেউ কেউ আবার মঙ্গলসমাচার প্রচারক কিংবা গণপালক বা শিক্ষাগুরু, যাতে ভক্তজনেরা খ্রিষ্টিয় সেবাকর্মের জন্যে যথার্থই উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে আর এই ভাবেই গড়ে তুলতে পারে খ্রিষ্টের সেই দেহটি। তাহলেই আমরা সবাই মিলে শেষ পর্যন্ত সেই ঐক্যের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব, যে ঐক্য আমাদের ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরপুত্রের সম্বন্ধে আমাদের ধর্ম-জ্ঞানের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। তাহলেই সবাই মিলে হয়ে উঠতে পারব সেই পূর্ণপরিণত মানুষ, সেই পুর্ণগঠিত মানুষ যার মধ্যে রূপায়িত স্বয়ং খ্রিষ্টেরই পরম পূর্ণতা।

অনুধ্যান ঃ আমাদের মধ্যে শুধু আধ্যাত্মিক ঐক্যের বন্ধন নয়, আধ্যাত্মিক শক্তির বৈচিত্র্যের বন্ধনও আছে। আমরা একে অন্যকে নিয়েই পরিপূর্ণতা লাভ করি। খ্রিষ্টের সেই অতীন্দ্রিয় দেহটির গঠনে আমাদের প্রত্যেকেরই অনন্য ভূমিকা আছে। খ্রীষ্টমণ্ডলীর গঠনকর্মে সক্রিয় ও সার্থক অংশ নেবার জন্য আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের নানা আধ্যাত্মিক গুণ পেয়েছি। সেই গুণগুলো ব্যবহার করে আমরা একেকজন একেকটি দায়িত্ব পালনে আহূত হয়ে মণ্ডলীর সেবাকাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবো। আর একাজ করতেই আমরা প্রভুর দ্বারা মনোনীত হয়েছি, দীক্ষিত হয়েছি। আমরা যত ক্ষুদ্র এবং নগন্যই হইনা কেন আমাদের প্রত্যেকের ভূমিকা অনন্য।

মনে রাখি ঃ আমরা প্রত্যেকে যে ঐশ অনুগ্রহ পেয়েছি তা পেয়েছি খ্রিষ্ট যাকে যতখানি দিয়েছেন ততখানিই।

শব্দটীকা ঃ নিম্নলোকে - পৃথিবীর অধোলোকে, প্রবক্তা - বাণী প্রচারক, নিখিল স্বর্গলোকের উর্ধ্বে - স্বর্গের উচ্চতর স্থানে

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**মণ্ডলীর সেবাকাজ পরিচালনার জন্য ঈশ্বর আপনাকে কী কী অনুগ্রহ দিয়েছেন তার পাঁচটি উল্লেখ করুন।**

সারসংক্ষেপ

আমরা যত তুচ্ছ বা নগণ্য হইনা কেন প্রত্যেকেই এক একজন অনন্য ব্যক্তি। তাই মণ্ডলীর সেবাকাজ উত্তমরূপে পরিচালনার জন্য খ্রিষ্ট আমাদের দীক্ষিত করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে কী এনে দিয়েছেন?
ক) অনৈক্য খ) ঐক্য
গ) শান্তি ঘ) অশান্তি।

২। আমরা কতটুকু ঐশ অনুগ্রহ লাভ করেছি?
ক) পর্যাপ্ত পরিমাণে খ) আমার প্রয়োজন অনুযায়ী
গ) খ্রিষ্ট যতখানি দিয়েছেন ঘ) সীমিত পরিমাণ।

৩। নিচের কোন্‌গুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন?
i. প্রভু এক ii. খ্রিষ্ট বিশ্বাস এক iii. দীক্ষাস্নান এক
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। পূর্ণ পরিণত মানুষ হয়ে গড়ে উঠার জন্য কী করা প্রয়োজন বলে মনে করেন?
ক) ধর্মবিশ্বাস বৃদ্ধি সাধন করা খ) খ্রিষ্টে পূর্ণ মানুষ হওয়া
গ) জীবনদায়ী মানুষ হওয়া ঘ) জীবন বিনাশকারী মানুষ হওয়া।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

শ্রেণি শিক্ষক দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কাছে বিভিন্ন ধরনের সেবাকাজ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। রেবেকা ও মহিমা শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং নিজেদের জীবনপথ বেছে নিতে আগ্রহী হয়। তারা পরস্পর আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কে কোন সেবাকাজে নিজেকে নিয়োজিত করবেন।

ক) পরস্পরের প্রতি কেমন মনোভাব পোষণ করবে?
খ) পবিত্র আত্মার আহ্বানে সাড়া দিতে কী করা উচিত?
গ) কোন্ ধরনের সেবা কাজগুলো বেছে নিতে ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেন?
ঘ) কোন্ সেবাকাজটি আপনার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেন এবং কেন?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১: ১. খ ২. গ ৩. ঘ ৪. খ

পাঠ-৮.২ স্বাধীন হওয়ার আহ্বান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খ্রিষ্টীয় স্বাধীনতার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পবিত্র আত্মার বশে চলার ফলগুলো কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পাপ স্বভাবের বশে চলার পরিণাম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**স্বাধীন, নিম্নতর স্বভাব, ভালোবাসা, পবিত্র আত্মা**

গালাতীয় ৫:১,১৩-২৬

খ্রিষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন, যেন আমরা স্বাধীন থাকতে পারি। সেইজন্য তোমরা স্থির থাক, যেন কেউ আবার তোমাদের দাস বানাতে না পারে। ভাইয়েরা, স্বাধীন হবার জন্যই তো ঈশ্বর তোমাদের ডেকেছেন। কিন্তু তোমাদের পাপ স্বভাবের ইচ্ছাগুলো পূর্ণ করবার জন্য এই স্বাধীনতা ব্যবহার করো না। তার চেয়ে বরং ভালোবাসার মনোভাব নিয়ে একে অন্যের সেবা কর: কারণ সমস্ত আইন কানুন মিলিয়ে এক কথায় বলা হয়েছে, "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে।" কিন্তু যদি তোমরা একে অন্যের সংগে ঝগড়া-ঝাটি ও হিংসা-হিংসি কর, তবে সাবধান! এরকম করলে তোমরা তো একে অন্যকে ধ্বংস করে ফেলবে। তোমরা পবিত্র আত্মার প্রেরণা মতোই পথ চল, তাহলে তোমাদের নিম্নতর স্বভাবটার কামনা তোমাদের আর মেটাতেও হবে না। কারণ মানুষের নিম্নতর স্বভাবটার কামনা, সে তো পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধেই যায়; এদিকে পবিত্র আত্মার ইচ্ছা কিন্তু সেই নিম্নতর স্বভাবটার বিরোধিতাই করে। এই দুই পক্ষের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব যেন লেগেই আছে। ফলে তোমরা যা করতে চাও, তোমরা তা করতে পার না। কিন্তু তোমরা যদি পবিত্র আত্মার প্রেরণায় পরিচালিত হও, তাহলে তোমরা বিধানের অধীন নও।

মানুষের নিম্নতর স্বভাবটা যে সব কাজের প্রেরণা দেয় তা আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই। আর তা হলো - ব্যভিচার, অশুচিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, বেসামাল ভোজ উৎসব আর এই ধরনের সব কিছু। আগে যেমন এই বিষয়ে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছি, আজও তেমন দিচ্ছি। যারা অমন সব কাজ করে বেড়ায় তারা কেউই ঐশ রাজ্যের কোন কিছুই পাবে না কখনো। পবিত্র আত্মার ফল হলো - ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা আর সংযম। এমন সব গুণের বিরুদ্ধে কোন বিধান থাকতেই পারে না। খ্রিষ্ট যীশুর আপনজন যারা তারা কিন্তু তাদের যেই নিম্নতর স্বভাবটাকে তার যত কামনা-বাসনা সমেত ক্রুশে গেঁথেই রেখেছে। আমরা যখন পবিত্র আত্মার শক্তিতেই জীবিত আছি তখন আমরা যেন পবিত্র আত্মার প্রেরণা মতোই এগিয়ে চলি। আমাদের অন্তরে যেন অসার অহংকার না থাকে; আমরা যেন নিজেদের মধ্যে কোন রেষারেষি সৃষ্টি না করি, আমরা যেন একে অন্যকে ঈর্ষাও না করি।

অনুধ্যান ঃ খ্রিষ্ট আমাদের স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন যাতে আমরা আমাদের এ স্বাধীন ইচ্ছাকে কাজে লাগিয়ে পবিত্র আত্মার দেওয়া দানগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে কাজে লাগিয়ে নিজেদের জীবনকে পূতপবিত্র করে তুলি এবং একই সাথে অন্যের জীবনকে পরিশুদ্ধ করার জন্য সাহায্য সহযোগিতা করতে পারি। অন্যদিকে পাপ স্বভাবটাকে যেন সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারি। খ্রিষ্ট চান আমরা যেন পাপ-স্বভাবের বশবর্তী হয়ে কারও দাস হয়ে না পড়ি। স্বাধীন, পরিপক্ব, পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র আত্মার পরিচালনায় সংগ্রামী, সাহসী, কোমলপ্রাণ, বিনয়ী, নম্র, ভদ্র, আত্মসংযমী ও ভালোবাসার এক মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে প্রয়াসী হই।

মনে রাখি ঃ পবিত্র আত্মার ফল হলো - দয়া, মায়া, ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহনশীলতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, নম্রতা ও সাহসী মনোভাব।

শব্দটীকা ঃ পাপ স্বভাব - মানুষের মধ্যে ঈশ্বরবিহীন জীবন বা ঈশ্বর বিরোধী স্বভাব

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**স্বাধীন ও পরিপক্ব মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য কী কী গুণের অধিকারী হতে হবে বলে মনে করেন লিখুন।**

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতা ও ভালোবাসা পরস্পর নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। একটি ছাড়া অন্যটি সম্ভব নয়, কারণ আমি কার সাথে কী ধরনের সম্পর্ক গড়বো বা কাকে কতখানি ভালোবাসবো সে বিষয়ে আমার স্বাধীনতা আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ঈশ্বর আমাদের কী জন্য ডেকেছেন?
ক) দাস হতে
খ) স্বাধীন মানুষ হতে
গ) পরাধীন মানুষ হতে
ঘ) পরিপক্ব মানুষ হতে।

২। মানুষের নিম্নতর স্বভাবের কামনা কিসের বিরুদ্ধে যায়?
ক) পিতার বিরুদ্ধে
খ) পুত্রের বিরুদ্ধে
গ) পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে
ঘ) ঈশ্বরের বিরুদ্ধে।

৩। কোন্‌গুলো পবিত্র আত্মার ফল?
i. ভালোবাসা ও আনন্দ ii. অশুচিতা ও ব্যভিচার iii. বিশ্বস্ততা ও কোমলতা
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i
খ) i ও ii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৪। নিজেদের জীবনকে কিভাবে পূতপবিত্র করে তোলা যায়?
ক) স্বাধীনভাবে চলে
খ) পবিত্র আত্মার ইচ্ছামতো চলে
গ) মা-বাবার ইচ্ছামতো চলে
ঘ) উপরের সবগুলো পালন করে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রবিন ও এথেনা দুই ভাইবোন। তাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক মিল এবং তারা পরস্পরকে খুব ভালোবাসে। কোনদিন ঝগড়া-ঝাটি করে না। মা-বাবার কথা মতো চলে, ঠিক মতো পড়াশুনা করে, প্রতি রবিবার খ্রিষ্টযাগে যোগ দেয় এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় মা-বাবার সাথে প্রার্থনা করে। তাদের পরিবারে নির্মল আনন্দ বিরাজ করে।

ক) খ্রিষ্ট আমাদের কিসের জন্য আহবান করেন?
খ) কী কারণে মানুষ নিম্নতর স্বভাবের দিকে যায়?
গ) পবিত্র আত্মার ফলগুলো সম্পর্কে বুঝিয়ে লিখুন।
ঘ) দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি - ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২: ১. খ ২. গ ৩. গ ৪. ঘ

পাঠ-৮.৩ স্বাধীনতা ও আমি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যীশু সব সময় আমাদের সঙ্গে আছেন সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে ব্যবহার করে ঈশ্বরকে জানতে সমর্থ হবেন।

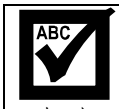 **মুখ্য শব্দ** (Key Words)	**সত্য, ক্রীতদাস, জ্যোতির্ময়, পরিত্রাণদায়ী**

যোহন ৮:৩২-৪১, ১ করি ৬:১২-১৩;৮:৯

যীশু তাঁর প্রতি বিশ্বাসী সব ইহুদীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন: ''তোমরা যদি আমার বাণী পালনে নিষ্ঠাবান থাক, তাহলেই তোমরা আমার যথার্থ শিষ্য, তাহলেই তো সত্যকে তোমরা জানতে পারবে, আর সত্য তখন তোমাদের স্বাধীন ক'রে দেবে।" ইহুদী ধর্মনেতারা তখন বলে উঠলেন: ''আমরা ইহুদীরা আব্রাহামের বংশের লোক, আমরা কারও দাসত্ব করিনি কখনো। তাহলে আপনি কি ক'রে বলছেন যে, তোমরা স্বাধীন হয়ে উঠবে?" উত্তরে যীশু বললেন: "আমি আপনাদের সত্যিই সত্যিই বলছি, যারা পাপ করে, তারা সবাই পাপের ক্রীতদাস। এখন, ক্রীতদাস তো স্থায়ীভাবে ঘরে থাকে না; পুত্র কিন্তু স্থায়ীভাবেই থাকে। তাই স্বয়ং পুত্রই যদি আপনাদের স্বাধীন ক'রে দেয়, আপনারা সত্যিই স্বাধীন হয়ে উঠবেন।

আপনারা যে আব্রাহামের বংশের লোক, সে কথা আমি ভাল ভাবেই জানি; কিন্তু তবুও আপনারা আমাকে মেরে ফেলতে চাইছেন, কারণ আমার বাণী আপনাদের অন্তরে যেতেই পারছে না। পিতার কাছে আমি যা-কিছু দেখেছি আমি তাই ব'লে থাকি; আর আপনারা তো তা-ই করে থাকেন যা আপনাদেরই পিতার কাছে আপনারা শিখেছেন। উত্তরে তাঁরা বললেনে: ''আব্রাহামই তো আমাদের পিতা!'' যীশু তাঁদের বললেনে: ''আপনারা যদি সত্যিই আব্রাহামের সন্তান হতেন, তাহলে আব্রাহম যা করেছেন, আপনারাও নিশ্চয়ই তা-ই করতেন। অথচ আপনারা এখন আমাকে কিনা মেরে ফেলতেই চাইছেন- হ্যাঁ, এই আমাকেই, যে-আমি স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ-থেকে-শোনা সত্যকে আপনাদের জানিয়েছি। কই, অমন কাজ আব্রাহাম তো করেননি!... না, আপনারা যা করছেন, তা আপনাদের পিতারই কাজ।''

সব-কিছু করার অধিকার আমার আছে! কথাটি ঠিক, কিন্তু সব-কিছুই তো উপকারে আসে না। সব-কিছু করার অধিকার আমার আছে, মানলাম, তবে কোন কিছুর অধিকৃত হয়ে থাকতে আমি কিন্তু চাই না। খাবারের প্রয়োজন তো পেটেরই জন্যে, তেমনি পেটের প্রয়োজন খাবারেরই জন্যে।'' কথাটা ঠিক, কিন্তু ঈশ্বর যে একদিন এই দুইয়েরই বিলোপ ঘটাবেন।

"তোমরা সতর্ক থেকো, খাদ্য গ্রহণের বিষয়ে তোমাদের স্বাধীন অধিকার প্রয়োগ করে তোমরা যেন অপরিণত-বিবেক মানুষের স্খলনের কারণ না হয়ে ওঠ।"

অনুধ্যান ঃ সত্যই হলো মানবের পরিত্রাণের বিষয়ে পরমেশ্বরের সত্য; আবার সত্য এই যে, প্রেরিত জন বলেই যীশু পরম পরিত্রাতা। সত্য যেমন পরমেশ্বর থেকে উদ্ভূত, তেমনি সত্য জানা বলতে যীশু প্রদত্ত পরিত্রাণদায়ী সত্য অন্তরে গ্রহণ করে পুণ্য জীবনযাপনে বাস্তবায়িত করাকে বুঝায়। এই কারণেই শিষ্য, পিতার সঙ্গে যীশুর সংযোগ এবং পিতার ও পুত্রের সঙ্গে বিশ্বাসীদের সংযোগ উপলব্ধি করতে সক্ষম। এই কারণে বলা হয় যে, সত্যের মাধ্যমেই মানুষ মুক্তিলাভ করবে। যারা যীশুর প্রতি বিশ্বাসী তারা এখন থেকেই অন্ধকারময় ও মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন এই জগৎ ছেড়ে দিয়েছে এবং সে জীবন শক্তি লাভ করেছে যে জীবন শক্তি পরিত্রাণদায়ী এবং পরমেশ্বরের জ্যোতির্ময় জীবনে জীবিত হবার জন্য অপরিহার্য বস্তু। ঐশ জীবনের এই অক্ষয় ও শাশ্বত শক্তিই পরমেশ্বরের সন্তানের মুক্তি, তার দ্বারাই তারা এখন থেকেই পরমেশ্বরের প্রেম আস্ফলন করে এবং তার সাদৃশ্য সম্পূর্ণরূপে লাভের জন্য প্রতীক্ষা করে।

মনে রাখি ঃ "তোমরা সতর্ক থেকো, খাদ্য গ্রহণের বিষয়ে তোমাদের স্বাধীন অধিকার প্রয়োগ করে তোমরা যেন অপরিণত বিবেক সম্পন্ন মানুষের স্খলনের কারণ না হয়ে ওঠ।"

শব্দটীকা ঃ স্বাধীন - আধ্যাত্মিকভাবে স্বাধীন, স্খলন - পতন

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনার জীবনে স্বাধীনতাকে আপনি কিভাবে কাজে লাগাবেন- তার ২টি উদাহরণ দিন।**

সারসংক্ষেপ

সত্য এবং বিবেকসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠাই হলো স্বাধীনতার আসল পরিচয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন্‌টি মানুষের অদম্য ক্ষুধা ও স্পৃহা?
ক) স্বাধীনতা খ) ক্ষমতা লাভ
গ) ধনসম্পদ লাভ ঘ) আনন্দ লাভ।

২। মানুষ কখন অন্যের আজ্ঞাবাহ দাসে পরিণত হয়?
ক) ভালোবাসার অভাবে খ) স্বাধীনতার অভাবে
গ) দায়িত্বশীলতার অভাবে ঘ) শৃঙ্খলাবোধের অভাবে।

৩। স্বাধীনতা সর্বদা সুন্দর ও পবিত্র। এর যথার্থ কারণ হলো-
i) ঈশ্বর নিজে পবিত্রতা রক্ষা করেছেন ii) সর্বদা পরের মঙ্গল সাধন উদ্দেশ্য iii) এর মাধ্যমে অবাধশক্তি প্রয়োগ করা যায়।

নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) i ও ii ঘ) ii ও iii

৪। নিচের উদ্দীপকে কুঞ্জনের স্বাধীনতার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে কীভাবে?
ক) বন্ধুর সাথে মিশতে শিখে খ) নিজের উচ্চ আশাকে প্রাধান্য দিয়ে
গ) নিজের সুনাম রক্ষা করে ঘ) ভালো-মন্দ সম্বন্ধে ভাবতে ও বুঝতে শিখে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

সৃজন ও কুঞ্জন দুজন বন্ধু। প্রায়ই এক সাথে খেলতে যায়। একদিন সৃজন কুঞ্জনকে বলল- পাশের বাড়ির গাছ থেকে একটি নারিকেল চুরি করে আনতে। কুঞ্জন বুঝতে পারে এটি অন্যায় কাজ। তাই সে উত্তরে বলে- "আমি পারব না।"

ক) স্বাধীনতার অর্থ কী?
খ) স্বাধীনতা কীসের সাথে সম্পর্কযুক্ত?
গ) কুঞ্জনের 'না' বলার মধ্য দিয়ে তার মধ্যে কোন্ বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে - ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) কোন্ পথে চললে আপনি ঈশ্বরের দেয়া স্বাধীন ইচ্ছাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারবেন - তা বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩: ১. ক ২. খ ৩. গ ৪. ঘ

পাঠ-৮.৪ আহ্বানে সাড়াদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিষ্যদের (মথির) আহবান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ঈশ্বরের ডাকে সাড়াদান করতে হলে সর্বস্ব পরিত্যাগ করতে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যীশুর আদর্শ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**ধার্মিক, বরযাত্রী, উপোস**

মথি ৯:৯-১৭; মার্ক ২:১৩-১৭; লূক ৫:৩৩-৩৯

গালিলিয়া সাগরের ধারে উপদেশ শেষ করে সেই জায়গা ছেড়ে যেতে যেতে যীশুর চোখে পড়ল মথি নামে একজন লোক শুল্ক দপ্তরে বসে আছে। তাকে তিনি বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে চল।" আর তখনই মথি উঠে যীশুর সঙ্গে চলল। পরে হলো কি, যীশু ওই মথির বাড়ীতে একদিন খেতে বসেছেন; অনেক করগ্রাহক আর অনেক পাপী মানুষ সেখানে এসেছে; তারা যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বসে আছে। তাই দেখে কয়েকজন ফরিসি তাঁর শিষ্যদের বললেন, "একি, তোমাদের গুরু যত করগ্রাহক আর পাপীদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করছেন কেন?" এই কথা শুনে যীশু বললেন, সুস্থ সবল যারা, তাদের তো চিকিৎসকের কোন প্রয়োজন হয় না; প্রয়োজন হয় তাদেরই, ব্যাধিগ্রস্ত যারা। আপনারা গিয়ে শাস্ত্রের এই কথার অর্থ বুঝে নিন "আমি তো বলিদান নয়, দয়াই চাই। আসলে আমি তো ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই আহবান জানাতে এসেছি।" এরপর একদিন দীক্ষাগুরু যোহনের শিষ্যেরা যীশুর কাছে এলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, "আমরা ও ফরিসিরা প্রায়ই উপোস করি, অথচ আপনার শিষ্যেরা তো করেন না। এর কারণ কী? উত্তরে যীশু বললেন, "যতক্ষণ বর সঙ্গে থাকে ততক্ষণ বর যাত্রীরা কি শোক করতে পারে? কিন্তু এমন দিন আসবে, যখন বরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে; আর তখনই তারা উপোস করবে।" যীশু আরও বললেন, "কেউ পুরানো পোশাকে কোরা কাপড়ের তালি দেয় না; দিলে পোশাকে তালির টান পড়ে আর ছেঁড়াটা তাতে আরও বেড়ে যায়। তেমনি টাটকা দ্রাক্ষারসও লোকে পুরানো ভিস্তিতে রাখে না; রাখলে ভিস্তির গায়ে ফাট ধরে; তার ফলে দ্রাক্ষারসও পড়ে যায় আর ভিস্তিও নষ্ট হয়। না, লোকে টাটকা দ্রাক্ষারস রাখে নতুন চামড়ার ভিস্তিতে। তাতে দ্রাক্ষারস আর ভিস্তি দু-ই রক্ষা পায়।

অনুধ্যান ঃ সুসমাচারে আমরা দেখি কর আদায়কারীদের নীতিহীনতার জন্য তাদেরকে পাপী বলে গণ্য করা হতো। তারা নিজেরা ইহুদী হওয়া সত্ত্বেও রোমীয় শাসকদের জন্য কর আদায় করতো এমনকি সুযোগ বুঝে নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশিও আদায় করতো। আর সেজন্য তাদের নিজেদের লোকেরাই তাদেরকে অত্যাচারী ও প্রতারক বলে ডাকতো।

যীশু মথি নামে একজন কর আদায়কারীকে আহবান করেন এবং মথিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যীশুর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর অনুসরণ করেন। মথি শুধু যীশুর আহবানের সাড়াই দেননি, যীশুর দেওয়া নতুন জীবন পেয়ে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আনন্দ করলেন। মথির কাছ থেকে সুন্দর একটি শিক্ষা পাই- কিভাবে আনন্দ ও তৎপরতার সঙ্গে যীশুর ডাকে সাড়া দিতে হয়। যীশু পাপী লোকদের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করলেন। যীশুর এই সামাজিকনীতি ভাঙ্গাকে ফরিসিরা আর সহ্য করতে পারলো না। তাই তাঁর শিষ্যদের কাছে নালিশ করলো। ফরিসিদের নালিশ শুনে যীশু তাদেরকে শিক্ষা দেবার সুযোগ পেয়ে গেলেন। যীশু তাঁর জীবনে সব সময় পাপীদের প্রতি সহানুভূতি দেখান। ধার্মিকতা সম্বন্ধে ভুল ধারণা ভাঙ্গতে চাইলেন। ফরিসিরা সব সময় নিজেদেরকে ধার্মিক বলেই গণ্য করতো এবং নীচু শ্রেণির লোকদের তুচ্ছ করতো। মথিকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে যীশু দুর্বল, অসহায়, ঘৃণিত, নিন্দিত মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করলেন।

মনে রাখি ঃ তাকে তিনি বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে চল।" আর তখনই মথি উঠে যীশুর সঙ্গে চলল।

শব্দটীকা ঃ "দয়াতেই আমি সন্তুষ্ট, পশু উৎসর্গে নয় - মানুষের প্রতি যীশুর দয়া, মায়া, সেবা-যত্ন সব ধরনের আচার অনুষ্ঠানের উর্ধ্বে স্থান পায়

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান বুঝে কিভাবে সাড়া দিবেন, তার ৩টি উদাহরণ উল্লেখ করুন।**

সারসংক্ষেপ

যীশু পাপীদের এবং দুর্বলদের প্রতি সব সময় সহানুভূতিশীল এবং সংবেদনশীল। তাঁর কাজে, ব্যবহারে এবং কথায় তাই পাপীদের ও দুর্বলদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ঈশ্বরের আহবানে সাড়া দিতে হলে কী ত্যাগ করতে হবে?

ক) স্বার্থপরতা খ) সর্বস্ব
গ) লোভ ঘ) রাগ।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে একজন মহান ব্যক্তি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন- যা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস।

২। উদ্দীপকে কোন্ মহান ব্যক্তির কথা নির্দেশ করা হয়েছে?

ক) মাদার তেরেজা খ) মহাত্মা গান্ধী
গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ঘ) মার্টিন লুথার কিং।

৩। উদ্দীপকে উল্লিখিত মহান ব্যক্তির মতো আমরাও আমাদের জীবন উৎসর্গ করতে পারি কারণ-

i. আমাদের জীবনকে মহৎ করে তোলে ii. অন্যের মঙ্গল করার জন্য অনুপ্রাণিত করে iii. নিজের জন্য সুনাম অর্জনে সাহায্য করে।

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক) i খ) ii
গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

খোকন গ্রামের ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্টু। খোকনের মা এতে অসহ্য হয়ে স্কুলের এক শিক্ষকের শরণাপন্ন হলো। শিক্ষক খোকনকে খুব আদর করে, কাছে ডেকে বুঝিয়ে দেন এবং ক্লাশে লিডার বানিয়ে ক্লাশের শৃঙ্খলা রক্ষা করার, শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার করার, খাতাপত্র আনা নেয়ার দায়িত্ব দেন। খোকন খুব উৎসাহ নিয়ে তৎপর হয়ে পড়াশুনার পাশাপাশি এ দায়িত্বগুলো পালন করে।

ক) যীশু কাদের প্রতি সর্বদা সহানুভূতিশীল?

খ) যীশু কেন পাপীদের তাঁর কাছে আসার জন্য আহবান জানান?

গ) আপনার কোন বন্ধু খোকনের চরিত্রের হলে কীভাবে তাকে ভালো পথে আসার জন্য আহ্বান করবেন? আপনার মতামত দিন।

ঘ) "করগ্রাহক মথিকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করে যীশু দুর্বল, অসহায়, ঘৃণিত ও পাপী মানুষের বন্ধু হয়েছেন।" উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪: ১. খ ২. গ ৩. গ

পাঠ-৮.৫ স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্বাধীনতা বা মুক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- স্বাধীনতা ভালোবাসার পূর্ণ আহবান সে বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করবেন।
- দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**নির্জন, নৌকা, রোগব্যাধি, পাঁচ হাজার**

মথি ১৪:১৩-২১

যীশু এই কথা শুনে তখন একটা নৌকা ক'রে এমন নির্জন জায়গায় চলে গেলেন, যেখানে তিনি একটু নিরিবিলিতে থাকতে পারবেন। এদিকে এই কথা জানতে পেরে সেখানকার বিভিন্ন শহর থেকে লোকেরাও তখন হাঁটা পথে তাঁর পিছু পিছু সেখানে গেল। ফলে নৌকা থেকে নেমে যীশু দেখতে পেলেন, সামনে বহু লোকের ভিড়। তাদের জন্যে তাঁর কেমন দুঃখ হলো। তাদের মধ্যে যারা রোগব্যাধিতে ভুগছিল, তিনি তাদের সুস্থ করে তুললেন। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় শিষ্যেরা তাঁর কাছে এসে বললেন; "জায়গাটা বড় নির্জন আর বেলাও পড়ে এসেছে; এবার আপনি বরং লোকদের যেতে বলুন, যাতে তারা কাছের যত গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্যে কিছু খাবার কিনে নিতে পারে।" যীশু উত্তর দিলেন: "না, তাদের কোথাও যেতে হবে না। তোমরা নিজেরাই বরং ওদের খেতে দাও।" তাঁরা তখন বললেন: "কিন্তু পাঁচখানা রুটি আর দুটি মাছ ছাড়া এখানে আমাদের কাছে তো আর কিছুই নেই।" যীশু বললেন: "ওগুলোই আমার কাছে নিয়ে এসো তো?" তারপর তিনি সমস্ত লোককে ঘাসের ওপর বসতে বললেন। এবার পাঁচখানা রুটি আর দু'টো মাছ তিনি হাতে নিলেন আর স্বর্গের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে পরমেশ্বরকে স্তুতি-ধন্যবাদ জানালেন। তারপর রুটি ক'খানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে তিনি শিষ্যদের হাতে তুলে দিলেন। আর শিষ্যেরা তখন ওই টুকরোগুলো লোকদের হাতে দিতে লাগলেন। তারা সকলে খেল, পেট ভরেই খেল। তারপর যতগুলো টুকরো পড়ে রইল, শিষ্যেরা তা কুড়িয়ে নিলেন; তাতে বারোখানা ঝুড়ি ভরে গেল। সেদিন যারা খেয়েছিল, স্ত্রীলোক আর বাচ্চা ছেলেমেয়ে ছাড়া তাদের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারের মতো।

অনুধ্যান ঃ যীশুর এই আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে তিনি পিতার দেওয়া শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই আশ্চর্য কাজের প্রথম উদ্দেশ্য হলো তাঁর বারজন শিষ্যের নিকট তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ। বারজন শিষ্য প্রচার কাজ থেকে ফিরে এসে তাদের বিবরণ দেন। তখন যীশু তাদের নির্জন একটি স্থানে নিয়ে এই ঘটনার মাধ্যমে তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেন। যীশু এখানে প্রতিশ্রুত জীবনদায়ী ও তৃপ্তিদায়ী খাদ্যরূপে তাঁর দেহ ও রক্ত দান করেন। এই ঘটনার মাধ্যমে যীশু একটি বিশেষ শিক্ষা আমাদের দিতে চান। এখানে শুধু শিষ্যেরা নয় জনতাও উপস্থিত ছিলেন। যীশু নিজে জনতার কাছে খাদ্য বিতরণ করেন নি বরং শিষ্যদের মাধ্যমে তা করেছেন। শিষ্যেরা প্রথমে যীশুর আদেশের অর্থ বুঝতে পারেন নি। তারা বাহ্যিক খাবারের কথা ভেবে প্রথমে আপত্তি করেন যে, এত লোকের জন্য তাদের কাছে খাবার নেই এমনকি কেনার জন্য টাকাও নেই। এই ঘটনার মাধ্যমে যীশু বুঝিয়ে দেন যে, তাদের বড় দায়িত্ব হলো নিজেদের জোগাড় করা খাদ্য নয় বরং যীশুর দেওয়া খাদ্য বিতরণ করা। প্রেরিত শিষ্যগণ নিজেদের উপর এই দায়িত্ব তুলে নিয়ে যীশুর দেওয়া খাদ্য রুটিভাঙ্গার অনুষ্ঠান বিশ্বাসীদের কাছে দান করেন। যীশু জনতার প্রয়োজন অন্তরে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন তাই তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেন। শিষ্যেরা প্রথমে তাদের প্রয়োজন বুঝতে না পেরে বিদায় দিতে চান কিন্তু যীশুর মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন

বুঝতে পারেন এবং পরবর্তীতে তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করে তাদের খাবার দিয়ে তৃপ্ত করে নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। শিষ্যগণ স্বাধীনভাবে যীশুর আহবানে সাড়া দিয়ে যীশুর দেওয়া দায়িত্ব উত্তমরূপে পালন করেন।

মনে রাখি ঃ যীশু উত্তর দিলেন: "না, ওদের কোথাও যেতে হবে না। তোমরা নিজেরাই বরং ওদের খেতে দাও।"

শব্দটীকা ঃ "পিছু পিছু"- যীশুর নৌকা যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিকে

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**স্বাধীন মানুষ হিসেবে আপনি কী কী দায়িত্বের অধিকারী হয়েছেন - তার ২/১টি উল্লেখ করুন।**

সারসংক্ষেপ

যীশু ঈশ্বরপুত্র হিসেবে আহূত হয়ে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে এতই সচেতন ছিলেন যে, আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে তিনি তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশুর আশ্চর্য কাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিলো?

ক) তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করা
খ) তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ করা
গ) মানুষকে আকর্ষণ করা
ঘ) ফরিসিদের অবাক করে দেয়া।

২। ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীন সত্ত্বা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন কেন?

i. মানুষ স্বাধীনতা প্রিয় ii. ঈশ্বর নিজেই স্বাধীন iii. স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকার

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক) i
খ) ii
গ) i ও ii
ঘ) i ও iii

নিচের উদ্ধৃতি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

গরিব, অসুস্থ, সমস্যাগ্রস্ত মানুষকে দেখলেই রবিন সর্বদা তাদের সাহায্য করে এবং তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। অনেক সময় তার স্ত্রী এসব করা পছন্দ করে না এবং রাগারাগি করে। এরপরও সে তা করে যায়।

৩। রবিন কার আদর্শ অনুসারে কাজ করে?

ক) মহৎ ব্যক্তিদের
খ) উদার ব্যক্তিদের
গ) যীশুর
ঘ) স্বর্গদূতদের।

৪। রবিনের স্ত্রীর মতো যীশুর কাজ দেখে কারা অসন্তুষ্ট হতো?

ক) পণ্ডিতগণ
খ) ধার্মিকগণ
গ) প্রবীণেরা
ঘ) ফরিসিরা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

নিলয় তার দাদুর কাছে জানতে চাইল ১৯৭১ সালে কাদের সাথে এবং কেন যুদ্ধ হয়েছিল। উত্তরে দাদু নিলয়কে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস এবং মুক্তিযোদ্ধাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও নিঃস্বার্থ ত্যাগের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিল এবং একই সঙ্গে এই স্বাধীনতা রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব সম্পর্কে নিলয়কে সচেতন করে দিল কারণ সেও একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল।

ক) খ্রিষ্টান হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের আহবান কী?

খ) দায়িত্ববোধ ছাড়া স্বাধীনতা কেমন হতে পারে?

গ) নিলয়ের দাদু দেশ রক্ষার আহবানে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে তার মধ্যে স্বাধীনতা অর্জনের যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে- তা বুঝিয়ে লিখুন।

ঘ) "তোমরা নিজেরাই ওদের খেতে দাও।" যীশুর এই উক্তির প্রেক্ষিতে কীভাবে আমরা আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বাধীনভাবে পালন করতে পারি- তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫: ১. ক ২. খ ৩. গ ৪. ঘ

পাঠ-৮.৬ খ্রিষ্টের স্বাধীনতা ও আমি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শৌলের আহবান সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- শৌলের দায়িত্বের মাধ্যমে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**মহাযাজক, সমাজগৃহ, দিব্যদর্শন, আত্মপ্রকাশ**

শিষ্যচরিত ৯:২-১৯

শৌল একদিন মহাযাজকের কাছে গিয়ে তাঁকে তিনি দামাস্কাসের সমাজগৃহগুলির সদস্যদের কাছে এই মর্মে পত্র লিখে দিতে অনুরোধ করলেন যে, ওই ধর্মমতের অনুগামী পুরুষ বা নারী কাউকে পেলেই তিনি যেন তাদের বন্দী ক'রে জেরুসালেমে নিয়ে আসতে পারেন। পথ চলতে চলতে তিনি দামাস্কাসের বেশ কাছেই এসে গেছেন এমন সময় হঠাৎ একটি আলো আকাশ থেকে নেমে এসে তাঁর চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং শুনতে পেলেন, কার যেন কণ্ঠস্বর তাঁকে বলছে; "শৌল, শৌল কেন আমাকে নির্যাতন করছ! "তিনি জিজ্ঞেস করলেন: ''আপনি কে, প্রভু?'' উত্তর এল: আমি যীশু, যাকে তুমি নির্যাতন করছ! এখন ওঠ নগরে প্রবেশ কর। তোমাকে যে কী করতে হবে, সেখানেই তা ব'লে দেওয়া হবে!" শৌলের সহযাত্রীরা অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল: সেই কণ্ঠস্বর শুনেও তারা কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। শৌল তখন মাটি থেকে উঠলেন : তাঁর চোখ খোলা, অথচ তিনি এখন কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। তাই লোকেরা তাঁকে হাত ধরে দামাস্কাসে নিয়ে চলল। তিনদিন ধরে তিনি দৃষ্টিহীন হয়েই রইলেন; কিছুই খেলেন না, জলও স্পর্শ করলেন না। তখন দামাস্কাসে আনানিয়াস নামে একজন শিষ্য ছিলেন। তাঁকে দর্শন দিয়ে প্রভু তাঁকে ডাকলেন: "আনানিয়াস!" তিনি উত্তর দিলেন: "এই যে আমি প্রভু!" প্রভু তাঁকে বললেন: "যাও! 'সরল সরণী' নামে রাস্তায় গিয়ে সেখানে যুদার বাড়িতে তার্সাস নগরের শৌল ব'লে একজন লোকের খোঁজ কর। সে এখন প্রার্থনা করছে। দিব্য দর্শনে সে দেখতে পেয়েছে, আনানিয়াস নামে একজন এসে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবার জন্যে তার ওপর একবার হাত রাখছে।" আনানিয়াস উত্তর দিলেন: 'প্রভ' ওই লোকটির বিষয়ে অনেকেরই কাছে শুনেছি যে, জেরুসালেমে সে আপনার ভক্তদের কত ক্ষতিই না করছে! যারা আপনার নাম নেয়, তাদের বন্দী করবার জন্যে প্রধান যাজকদের দেওয়া ক্ষমতা নিয়েই সে নাকি এখন এখানে রয়েছে।" প্রভু কিন্তু তাঁকে বললেন, "তুমি যাও, কারণ বিজাতীয়দের কাছে, তাদের রাজাদের কাছে এবং ইস্রায়েলীয়দের কাছে আমার নাম বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সে যে আমার মনোনীত পাত্র। আমি নিজেই তাকে বোঝাব আমার নামের জন্যে কত দুঃখ তাকে ভোগ করতে হবে।" আনানিয়াস তখন সেখানে গেলেন। সেই বাড়িতে ঢুকে শৌলের ওপর একবার হাত রেখে তিনি বললেন: "ভাই শৌল, স্বয়ং প্রভুই আমাকে পাঠিয়েছেন - সেই যীশুই, এখানে আসার পথে তুমি যাঁর দর্শন পেয়েছিলে! আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন, তুমি যেন আবার চোখে দেখতে পাও এবং তুমি যেন অন্তর ভরে পবিত্র আত্মাকে পেতেও পার।" তক্ষুনি শৌলের চোখ থেকে আঁশের মত কী যেন খসে পড়ল এবং তিনি আবার চোখে দেখতে পেলেন। তিনি এবার উঠে দাঁড়ালেন, তারপর দীক্ষাস্নান গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি কিছু মুখে দিলেন এবং দেহের শক্তি ফিরে পেলেন।

অনুধ্যান ঃ সাধু পলের কাছে প্রভু যীশুর অলৌকিক আত্মপ্রকাশ এবং তার ফলে পলের অন্তরে খ্রিষ্টবিশ্বাস জাগরণের কাহিনী শিষ্যচরিত গ্রন্থে তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে। বার বার উল্লেখ করার মাধ্যমে শৌলের প্রতি খ্রিষ্টের সুদৃষ্টির প্রতি সাধু লূক বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছেন। এ অংশটুকু থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শৌলের মন পরিবর্তন নয় বরং আত্মসমর্পণই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। শৌল খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করার মনোভাব নিয়েই দামাস্কাসের পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন। দামাস্কাস যাবার পথটি গালীলের মধ্য দিয়ে ছিল। আর সেজন্যই যীশুর কথা শৌলের মনে বেশি

করে কাজ করছিল। শৌল গালিলি পার হয়ে হারমন পর্বতের উপর দিয়ে যাবার সময় যীশুর কথা শুনতে পেলেন, অর্থাৎ যীশুর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলেন। সুতরাং শৌল একজন পরিবর্তিত মানুষ হয়ে দামাস্কাসে গেলেন। যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের তিনি অত্যাচার করার জন্য যাচ্ছিলেন সেই খ্রিষ্টবিশ্বাসী আনানিয়র কাছেই নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পেলেন। আনানিয়র কাছে খ্রিষ্টের বাণী প্রকাশিত হলো যেন সরল নামক পথ ধরে গিয়ে শৌলের সন্ধান করে। এ সংবাদে আনানিয় আশ্চর্য হলেন এবং তার মধ্যে প্রশ্ন জাগলো কারণ আনানিয় ভালোভাবেই জানতেন যে শৌল নামের লোকটি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অত্যাচার করতেন। তবুও তিনি যীশুর নির্দেশে শৌলের কাছে গেলেন এবং তাকে "ভাই শৌল" বলে সম্বোধন করলেন। আনানিয়ার এই শুভেচ্ছা স্বাগতমে শৌল আশ্চর্য হলেন। তিনি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের আন্তরিকতা ও ভালোবাসা পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করলেন। আর এর মাধ্যমেই পরিবর্তিত শৌল, পৌল নামে অভিহিত হলেন। পৌল খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন এবং খ্রিষ্ট তার জীবনের কেন্দ্র হয়ে উঠলেন। আনানিয় খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে তার শত্রু হলেও এখন তার পরম বন্ধু হিসেবে পরিচালিত হলেন। এই ঘটনা আমাদের এ শিক্ষা দেয় যে স্বাধীন মানুষ হয়েও আমি একজন ব্যক্তিত্বপূর্ণ খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারি।

মনে রাখি ঃ "আপনি কে প্রভু?" উত্তর এলো: "আমি যীশু, যাকে তুমি নির্যাতন করছ।"

শব্দটীকা ঃ মার্গ - খ্রিষ্টধর্ম, ভক্তদের - পুণ্যজনদের

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**শৌলের মন পরিবর্তনের মতো যে কোন একটি ঘটনার উল্লেখ করুন।**

সারসংক্ষেপ

শৌল খ্রিষ্টের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পুরাতন মানুষকে জলাঞ্জলি দিয়ে নতুন এক মানুষ হয়ে উঠলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অত্যাচারের জন্য শৌল কোন্ পথ ধরে যাচ্ছিলেন।

ক) মিশরের খ) দামাস্কাসের

গ) কালভেরীর ঘ) যেরুশালেমের।

২। ভালোবাসা মানুষের জীবনে আনতে পারে-

i. পরিবর্তন ii. সচ্ছলতা iii. সম্পদ

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) ii ও iii

৩। পরিবর্তিত নতুন মানুষ সমাজের কাছে কীসের প্রতীক?

i. আলোর প্রতীক ii. আশার প্রতীক iii. সম্পদের প্রতীক

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। বর্তমান সমাজে যারা অন্যায় করে চলছে তাদের কাছে খ্রিষ্টের আদর্শ কীভাবে দেখাবো?

ক) তাদের সঙ্গে মিলে মিশে থেকে খ) সাহস নিয়ে সত্য কথা বলে

গ) তাদের সামনে নীরব থেকে ঘ) তাদের অধীনে থেকে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রনি শহরে পড়াশুনা করতে এসে বন্ধুদের সঙ্গে থেকে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে সে শহরের নাম-করা সন্ত্রাসী হয়ে ওঠে। একদিন গুরুতরভাবে আহত হয়ে তার পা ভেঙ্গে যায়। এ অবস্থায় হাসপাতালে একজন মহৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে সে তার ভুল বুঝতে পারে, চেতনা ফিরে পেয়ে মন্দ পথ থেকে ফিরে আসে।

ক) শৌল কাদের অত্যাচার করতো?

খ) মন পরিবর্তনের জন্য কী প্রয়োজন?

গ) রনির মতো আপনি কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলে কীভাবে তাকে সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য সাহায্য করতে পারেন - তা বুঝিয়ে লিখুন।

ঘ) পরিবর্তিত শৌল খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন এবং খ্রিষ্ট তাঁর জীবনের কেন্দ্র হয়ে উঠলেন- ঘটনার প্রেক্ষিতে উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬: ১. খ ২. ক ৩. খ ৪. খ

উত্তরমালা: ইউনিট-৮

পাঠের নাম				
পাঠ-১	১) খ	২) গ	৩) ঘ	৪) খ
পাঠ-২	১) খ	২) গ	৩) গ	৪) ঘ
পাঠ-৩	১) ক	২) খ	৩) গ	৪) ঘ
পাঠ-৪	১) খ	২) গ	৩) গ	
পাঠ-৫	১) ক	২) খ	৩) গ	৪) ঘ
পাঠ-৬	১) খ	২) ক	৩) খ	৪) খ